রিসালা-৭৭

چار سنسنی خیز خواب کا بنگلہ ترجمہ

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন

সংশোধিত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে
ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী
দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মাদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

চার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি, এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এতে পরকালীন চিন্তার অনেক আগ্রহ আপনার মধ্যে সৃষ্টি হবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! (যাবতীয় দোয়া কালাম বাদ দিয়ে) আমি আমার সম্পূর্ণ সময় শুধুমাত্র আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠেই ব্যয় করব। সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, তা তোমার চিন্তাভাবনা দূর করতে যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২০৭, হাদীস নং-২৪৬৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

মা.....দীনা

২৬ শে সফর ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ ইংরেজী সাহরায়ে মদীনা বাবুল মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিত কুরআন সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ বয়ানটি প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো। **মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা।**

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

(১) রহস্যভরা সংশোধন (কাল্পনিক কাহিনী)

সপ্তাহ যাবৎ ওয়ালিদকে বেশ ঘন ঘন মসজিদে আনাগোনা করতে দেখা গেল। মহল্লার মসজিদে প্রথম কাতারে জামাত সহকারে নিয়মিত নামায পড়তেও দেখা গেল তাকে। তার এ আমূল পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে পড়ল মহল্লাবাসী। তারা ভেবে চিন্তে ঠিক করতে পারল না, তার মধ্যে কিভাবে এল এ মাদানী পরিবর্তন। কে সে ওয়ালিদ? ওয়ালিদ ২৩ বছর বয়সী সে এক দুরন্ত যুবক, যার মধ্যে টগ্‌বগ করত তারুণ্যের তাজা রক্ত। যার ছিল অডিও-ভিডিও'র ব্যবসা। খারাপ ছিল তার স্বভাব চরিত্র। শুধু তার পরিবার-পরিজন নয়, প্রতিবেশীরাও তারা উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তার আচরণে অতিষ্ট ছিল এলাকাবাসী। তাই তাকে হঠাৎ মসজিদে দেখে এলাকাবাসী অবাক না হয়ে পারল না। জুমা তো দূরের কথা, ঈদে নামাজেও তাকে দেখা যেতনা। অবশেষে একদিন তার এক প্রতিবেশী ভয়ভীতি ত্যাগ করে তার এ মাদানী পরিবর্তনের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে তার নিকট জানতে চাইল তার এ সংশোধনের রহস্যময় কারণ। সবিনয়ে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! তোমার এ আমূল পরিবর্তনের কারণ কি? এ প্রশ্নের সাথে সাথে তার দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। অশ্রু ভরা চোখে সে জানাল, আমার পরিবর্তনের পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হল আমার এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

কিছু দিন আগের কথা। রাতে আমার অভ্যাস অনুযায়ী ভিসিআর-এ দাঙ্গা হাঙ্গামা পূর্ণ এক সিনেমা দেখে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। কিন্তু জানি না, কি কারণে আমার চোখে ঘুম আসছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামাপূর্ণ নাটকের সচিত্র দৃশ্যাবলীও কিছুতেই আমার মনের পর্দা থেকে দূর হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানাতে পার্শ্ব পরিবর্তনের পর যখন আমি ঘুমিয়ে পড়ি, তখন আমি স্বপ্ন জগতে চলে যাই। স্বপ্নের মধ্যেই আমি প্রচন্ড জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমন সময় আমার নিকট আসে বিরাটাকার ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির এক ভয়ংকর কালো লোক। তার দেহের সমস্ত লোম কাঁটার মত খাড়া ছিল। তার নাক, মুখ, চোখ, কান সবকিছু থেকে আগুন বের হচ্ছিল। আসতে না আসতেই তোর লোহার হাত দিয়ে সে আমাকে তুলে শুন্যে নিক্ষেপ করল। আমি একটি ফুটন্ত তেলের ডেগে গিয়ে পড়ি। অতঃপর আমার জান কবজের পালা শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয় শাস্তির বিভিন্ন ঘাট। কখনো মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে আমার শরীরের চামড়া খুলে ফেলা হচ্ছে, আবার কখনো মনে হচ্ছিল, আমার শরীর থেকে কাটাযুক্ত ডাল সজোরে টেনে বের করা হচ্ছে। কখনো অনুভূত হচ্ছিল, বড় কাঁচি দিয়ে আমার শরীরকে টুকরা টুকরা করা হচ্ছে। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরাকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল, আমি চিৎকার করতে পারছিলাম না, নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমার ওপর অনেক রকমের এ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

শাস্তির ধারা চলতে থাকে। অবশেষে আমার প্রাণ বায়ূ বের হয়ে যায়। আমার পরিবার বর্গ আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। চারিদিকে আমার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বলাবলি শুরু করে দেয় ওয়ালিদের মত একজন স্বাস্থ্যবান যুবক অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অতঃপর আমার গোসল কাফন জানাযার নামায শেষে আমাকে একটি অন্ধকার কবরে দাফন করা হয়। আল্লাহর কসম! এরকম অন্ধকার আমি জীবনেও দেখিনি।

লোকেরা আমাকে দাফন করে চলে আসছিল। আর আমি তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ সময়ে কবরের দেয়াল নড়ে উঠল। লম্বালম্বা দাঁত দিয়ে কবরের দেয়াল ছিড়ে ভয়ঙ্কর আকৃতির দু'জন ফিরিশতা আমার কবরে এসে পড়ল। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, চোখ ছিল কাল ও নীল। তাদের চোখ থেকে বের হচ্ছিল আগুন। তাদের কাল কাল ভয়ংকর চুলগুলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। তারা আমাকে ঝাটকা দিয়ে তুলে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় প্রশ্ন করা শুরু করে দিল। হায়! আমার ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এমন সময় বিকট আওয়াজে বলা হল, এ বেনামাযিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও। কবর আর দেরী করল না। তার চার দেয়ালের মাঝখানে আমাকে চাপ দেয়া শুরু করে দিল। আমার বাহু সমূহ ঠাসঠাস শব্দে চূর্ণ হয়ে একটির সাথে আরেকটি মিশে যেতে লাগল। আমার কাফন আগুনের কাফনে পরিণত করে দেয়া হল। আমার নিচে আগুনের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

বিছানা বিছিয়ে দেয়া হল। ইতিমধ্যে কবরে আমার খালাতো বোন এসে পড়ল, তার পাশে একজন সুদর্শন ফুটফুটে বালকও দাঁড়ানো ছিল। নিমিষের মধ্যেই তারা ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করল। তাদের হাতে দানব আকৃতির ড্রিল মেশিন গর্জে উঠল। এর ডান্ডা থেকে আগুনের ফুলকি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আওয়াজ গর্জে উঠল, খালাতো বোনের সাথে ওয়ালিদের প্রেম ছিল। তার থেকে সে নিজের দৃষ্টিকে রক্ষা করত না। সুদর্শন বালক দেখলেও সে পাগল হয়ে যেত। কাম দৃষ্টিতে সে তার প্রতি তাকিয়ে থাকত, আনন্দে তার সাথে সাক্ষাৎ করত। সে নিজেও সিনেমা-নাটক দেখত। অপরকেও তা দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। তার কুদৃষ্টি কাম লালসার স্বাদ মিটিয়ে দাও। তারা আর দেরী করল না। সাথে সাথে ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড আমার দু চোখে বিদ্ধ করে দিল। যা কটকট আওয়াজে ঢুকে আমার দু' চোখকে ভেদ করে মাথার পিছনের ভাগ দিয়ে বের হয়ে গেল। সাথে সাথে আমার সে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপরও ড্রিল মেশিনের তান্ডবতা চলতে থাকল। যা দ্বারা আমি আমার কাম লালসা চরিতার্থ করতাম। আমার ওপর এত নির্মম শাস্তির পরও আমি আমার চেতনা শক্তি হারালাম না, আমার দৃষ্টিশক্তি কম হল না। এতো শাস্তি দেয়ার পরও শাস্তি ধারা থামল না, পুনরায় আওয়াজ হল, সে গান বাজনা শোনার বড়ই আসক্ত ছিল। কখনো যদি দু'জন ব্যক্তি এলাকা গোপন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করত, সে তা শুনে নিত, আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ড্রিল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

মেশিন আমার কানের দিকে করা হল। অতঃপর আমার কানে ড্রিল মেশিনের অগ্নিদন্ড সজোরে প্রবেশ হতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ যাবত এ বেদনাদায়ক শাস্তি চলতে থাকল। পুনরায় আওয়াজ হল, এ পাষন্ড পিতামাতাকে কষ্ট দিত। মুসলমানদের মনে আঘাত দিত। মিথ্যুক ছিল, মানুষকে ওয়াদা দিয়ে তা ভঙ্গ করত। রাগের বশীভূত হয়ে মানুষকে গালি গালাজ করত, মারধর করত। মানুষকে ভৎর্সনা করা, মানুষের সাথে উপহাস পরিহাস করা, চুগলখোরী করা, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা, তাস খেলা দাবা খেলা লুডু ও ভিডিও গেমস খেলা। মাদক দ্রব্য সেবন করা এসব কিছু ছিল তার প্রতিদিনের কাজ। মানুষের হক আত্মসাৎ করা, অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করা, হারাম খাওয়া ইত্যাদিও ছিল তার চিরাচরিত স্বভাব। দাড়ি মুন্ডন করাকেও সে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মনে করত। তার শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দাও। দেখতে দেখতে অনেক লম্বা লম্বা কালো কালো বিচ্ছু এসে আমাকে কামড়াতে লাগল এবং মুখের চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ঢুকে আমাকে দংশন করতে থাকল। ভয়ঙ্কর অনেক কালো কালো সাপ ও তাদের বিষাক্ত ছোবলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। আমি দুনিয়াতে যে সমস্ত জীব জন্তু ও কীটপতঙ্গকে ভয় করতাম, সবই একে একে আমার নিকট এসে আমার সারা শরীরে আক্রমণ করতে লাগল। আমার কবর অগ্নিকুন্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমন সময় কেউ আমাকে এক বড় আগুনের হাতুড়ি দিয়ে এমন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

সজোরে আঘাত করল, এতে আমি ধপাস করে পালঙ্ক থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার পরিবারের লোকেরা ভয়ে জেগে উঠল। তারা অবাক হয়ে গেল। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

যখন আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম কান্না জড়িত কণ্ঠে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিলাম। পিতামাতা এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের রাজি করিয়ে নিলাম। সে রাতে ইশার নামায আদায় করে নিলাম। পরদিন থেকে যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সাথে জামাত সহকারে আদায় করতে শুরু করলাম। জীবনের কাযা নামাযও আদায় করতে লাগলাম। এক মুষ্টি দাড়ি রাখারও সংকল্প করে নিলাম। ভিডিও ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম। যাদের যাদের হক নষ্ট করেছিলাম তাদের সাথেও মীমাংসা করে নিলাম। যারা যারা আমার নিকট পাওনাদার ছিল, তাদের টাকা-পয়সাও আদায় করে দিলাম। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন থেকে আমি একজন সৎ মুসলমান হয়ে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করতে চাই। আমার সংশোধনের এ নিগূঢ় রহস্য যে সমস্ত আমলহীন মুসলমানের মনে রেখাপাত করবে তা তাদের সংশোধনেরও কারণ হয়ে উঠুক। এটাই আমার প্রত্যাশা।

کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے　　کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے
باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے　　ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے　　کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

খুচ্ হাঁ! আয় বে-খবর হো নে কো হে,
কব্ তালাক গফলত সাহর হো নে কো হে।
বাধলে তোশাহ সফর হো নে কে হে,
খতম হার ফরদে বাশার হোনে কো হে ।
একদিন মরনা হে আখের মওত হে,
করলে যু করনা হে, আখের মওত হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত লোমহর্ষক কাল্পনিক কাহিনীটি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন এবং তা থেকে শিক্ষার মাদানী ফুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তা থেকে শিক্ষাগ্রহণের পন্থা এটিও একটি যে, ঘটনাটি আপনার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে বলে আপনি ধরে নিন। অত:পর নিজকে নিজে এভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন, আমাকে আরো একবার সুযোগ দেয়া হল। তাই এখন থেকে পাপপূর্ণ জীবন বর্জন করে সুন্নাতে ভরা জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। অন্যথা সত্যিই যখন মৃত্যু তার করাল থাবা আমার প্রতি বিস্তার করবে, মৃত্যুর মারাত্মক যন্ত্রণায় আমি যখন ছটফট করতে থাকব, তখন তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ আমি খুঁজে পাব না। হায়! মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা যাবে না। মৃত্যুযন্ত্রণা সম্পর্কিত একটি হৃদয় বিদায়ক বর্ণনা শুনুন এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকুন।

মুরদা যদি বলে দিত

মৃত্যু হচ্ছে খুব ভয়াবহ। মৃত্যুর ভয়াবহতা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

ভয়াবহতাকেও হার মানায়। তা করাত দিয়ে চেড়া, কাঁচি দিয়ে ছেদা এবং উত্তপ্ত হাড়িতে সিদ্ধ হওয়ার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। যদি মুরদারা জীবিত হয়ে মানুষদের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার বর্ণনা দিত। তাহলে তাদের আরাম-আয়েশ সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যেত এবং তাদের চোখের ঘুম চলে যেত। (শরহুস সুদুর, পৃ-৩৩, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রেযা আলহিন্দ)

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن　　قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن
منہ خدا کو ہے دِکھانا ایک دن　　اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے　　کرلے جو کرنا ہے اخر موت ہے

হে ইয়াহা তুজ কো যানা একদিন,
কবর মে হোগা ঠিকানা একদিন।
মুহ খোদাকো হে দেখানা একদিন,
আব না গাফলাত মে গনওয়ানা একদিন।
একদিন মরনা হে, আখের মওত হে,
করলে যু করনা হে আখের মওত হে।

(২) মৃতদেহের আকুতি মিনতি

জনৈক ডাক্তার বলেন, এক রাতে আমি একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের মধ্যে আমি একটি কবরের ভিতরে ঢুকে পড়ি। দেখি কবরস্থ মৃতদেহটা ভয়ানকভাবে কাতরাচ্ছে। চিৎকার করার জন্য শত চেষ্টা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

করার পরও তার মুখ থেকে একটি আওয়াজও বের হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পর তার কাতরানি বন্ধ হল এবং সে শান্ত হয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি একজন লোক ছুরির মত চকচকে একটি তার, তার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। যার যন্ত্রণায় সে মৃতদেহ আগের মত পুনরায় কাতরাতে লাগল। তার উপর এ বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে আমি আর নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না। আমি শাস্তিদাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মৃতদেহকে এত বেদনাদায়ক শাস্তি দেয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, সে তার পার্থিব জীবনে ব্যভিচারী ছিল। তাই মৃত্যুর পর থেকে তার ওপর এ শাস্তি চলতে থাকে। সে মৃত দেহের প্রতি আমার অন্তরে দয়ার সৃষ্টি হল। এমন সময় দেখি কেউ আমাকে নিয়ে মাটির উপর শুইয়ে রাখল এবং এরূপ ধারালো তার আমার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়েও ঢুকিয়ে দিল। আমি তীব্র যন্ত্রণায় পানিহীন মাছের মত ধড়ফড় করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পর যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি খুবই যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি। আমার বিছানা ভেজা ছিল। আমি মনে করলাম আমি ঘুমের মধ্যে বিছানাতে প্রস্রাব করেছি। কিন্তু গভীরভাবে যখন লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আমার বিছানা ও বালিশ ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। আমি যখন উঠে প্রস্রাব করলাম, তখন আমার প্রস্রাব রক্তের মত লাল দেখা গেল। এ রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব ছয়মাস যাবৎ আমার মধ্যে দেখা গেল। এতে আমি খুবই দূর্বল হয়ে পড়ি। সব ধরনের ল্যাবরেটরি টেস্ট, হৃদপিন্ড, কিডনি, মূত্রাশয়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইত্যাদির এক্সরে করার পরও, অনেক ডাক্তার থেকে চিকিৎসা নেয়ার পরও আমার রোগ ধরা পড়ল না, আমার অবস্থারও কোন উন্নতি হল না। বরং দিন দিন আমার অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল। অবশেষে আমি চাকুরী থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে ঘরে বিশ্রাম নিতে থাকি। যখন এত ঔষধপত্র ও চিকিৎসাতেও কোনরূপ ফল দেখা গেল না, তখন আমি দোয়া ইস্তিগফার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাকে সে রোগ হতে মুক্তি দান করলেন। এখনো পর্যন্ত সে মৃতদেহের আকুতি মিনতির/শাস্তির ভয়াবহতার কথা আমার মনে পড়লে ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে।

আগুনের মালা

উল্লেখিত ঘটনাটি কোথাও আমি পড়েছিলাম মনে হয়। কিন্তু হুবহু জানা থাকায় সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা করলাম। সত্যিই সে ঘটনাটিতে শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ুন। যিনা ও যিনার আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ তথা চোখের যিনা, হাতের যিনা, মনের যিনা, মস্তিষ্কের যিনা এবং সব ধরনের যিনা থেকে খাঁটি তওবা করে নিন।

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি তার চোখকে হারাম দৃষ্টিপাত দ্বারা পূর্ণ করে, আল্লাহ তায়ালা তার চোখকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবর থেকে তৃষ্ণার্ত, কান্নারত, চিন্তিত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

এবং কালোমুখো করে উঠাবেন, তাকে একটি অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। তার গলায় আগুনের মালা পরানো হবে, তার গায়ে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে। আল্লাহ তায়ালা তার সাথে কথা বলবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না, বরং তার জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি। (কুররাতুল উয়ুন মায়া রওদিল ফায়িক, পৃ-৩৮৮)

যিনাকারীদের পরিণতি

মিরাজের রাতে মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তন্দুর মত একটি চুল্লির নিকট গমন করলেন। তিনি তাতে লক্ষ্য করে দেখলেন, তার মধ্যে কিছু উলঙ্গ নর-নারী ছিল এবং তাদের নিচ থেকে আগুন বের হচ্ছিল। আর তারা কান্নাকাটি ও হা হুতাশ করছিল। সরকারে দো আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, তারা হল ব্যভিচারী নারী পুরুষ। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-৭ম, পৃ-২৪৯, হাদীস নং-২০১১৫, দারুল ফিকির, বৈরুত)

খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যদি পুরুষ পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকার তথা ব্যভিচারী। আর যদি নারী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তারা উভয়ই যিনাকারিনী তথা ব্যভিচারিনী। (আস্ সুনানুল কুবরা, খন্ড-৮ম, পৃ-৪০৬, হাদীস নং-১৭০৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

ব্যভিচারীকে পুরুষাঙ্গ বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে

যাবুর কিতাবে বর্ণিত আছে, ব্যভিচারীদেরকে তাদের পুরুষাঙ্গের দ্বারা জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং লোহার ডান্ডা দিয়ে প্রহার করা হবে। যখন কোন ব্যভিচারী এ নির্মম শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাবে, তখন ফিরিশতারা বলবেন, তোমার এ আওয়াজ তখন কোথায় ছিল, যখন তুমি উৎফুল্ল ছিলে, হাসিখুশিতে মাতোয়ারা ছিলে। তুমি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি গুরুত্ব দাওনি এবং তাঁকে লজ্জাও করনি। (কিতাবুল কবায়ের, পৃ-৫৫)

(৩) ভয়ঙ্কর বাঘ

জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে কোন এক জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে পেছনে কোন কিছুর আওয়াজ শুনতে পেল। পিছনে ফিরে দেখল, একটি ভয়ঙ্কর বাঘ তার দিকে তেড়ে আসছে। সে ভয়ে পালাতে লাগল। বাঘটিও তাকে তাড়া করছিল। কিন্তু তার পালানোর পথে একটি বিরাট গর্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল। সে গর্তটিতে নজর করে দেখল, তাতে একটি বিরাট সাপ মুখ হাঁ করে বসে আছে। তখন সে অসহায় হয়ে পড়ল। আহা আমার তো বাঁচার কোন পথ নেই। সামনে বিষধর সাপ, পেছনে ভয়ঙ্কর বাঘ। এমন সময় একটি গাছের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে নিরুপায় হয়ে গাছটির ডাল ধরে ঝুলে রইল। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ! সে দেখতে পেল, একটি সাদা ও একটি কাল ইদুর বসে বসে সে ডালটির গোড়া কাটছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। আহা! এখনই তো ইদুর দুটি ডালটির গোড়া কেটে ফেলবে, আর আমি মাটিতে পড়ে যাব। অতঃপর আমি বাঘ ও সাপের খাবারে পরিণত হয়ে পড়ব। বাঁচার ফন্দি বের করার ভাবনায় সে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। এমন সময় একটি মৌচাকের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। সে মৌচাকের মধু পানে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল, বাঘ ও সাপটির ভয় ভুলে গেল, ইদুর দু'টির কথাও তার মনে ছিল না। এমন সময় ডালটি গোড়া কেটে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। বাঘটি এক লাফেই তাকে তার হিংস্র গ্রাসে নিয়ে ফেলল। সে তাকে ফেড়ে ছিড়ে যা পারল তা খেল। আর বাকীটুকু গর্তে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সাপটিও সেগুলো গলাধকরণ করে তার পেট পূর্ণ করল। অতঃপর তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی　　جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی
بس اب اپنے اِس جہل سے تو نکل بھی　　یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

উহ হে আয়েশ অ ইশরত কা কুয়ি মহল ভি,
যাহা তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভি
বছ্ আব আপনে ইছ্ জাহালছে তু নিকাল ভি,
ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল ভি।
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে, তামাশা নেহি হে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই দুনিয়ার ভোগ বিলাস স্বপ্নের মত। যে এর কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে পড়েছে। সে আসলেই অলসতার নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছে। মৃত্যু যখন তার দুয়ারে এসে পড়বে তখন তার নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। বর্ণিত স্বপ্নের কাহিনীটিতে জঙ্গল দ্বারা দুনিয়াই উদ্দেশ্য। ভয়ঙ্কর বাঘ দ্বারা মৃত্যুই উদ্দেশ্য। যা সর্বদা আমাদের অনুসরণ করছে। গর্ত দ্বারা কবরই উদ্দেশ্য, যা সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সাপ দ্বারা আমাদের মন্দ আমলই উদ্দেশ্য, যা কবরে কাল সাপ হয়ে আমাদেরকে দংশন করবে। দুটি সাদা ও কাল ইদুর দ্বারা দিন রাতই উদ্দেশ্য, যা আমাদের জীবন নামক ডালকে কাটছে। মৌচাক দ্বারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসই উদ্দেশ্য, যার কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে আমরা মৃত্যু, কবর, মন্দ আমলের শাস্তির কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। অথচ দিনরাত নামক সাদা ও কাল ইদুর দুটি বরাবরই আমাদের জীবন নামক ডালটি কাটছে। যখনই কাটা শেষ হবে, তখনই মৃত্যু আমাদেরকে তার করাল গ্রাসে নিয়ে ফেলবে।

حسنِ ظاہر پر اگر تو جائے گا　　عالَمِ فانی سے دھوکا کھائے گا
یہ منقّش سانپ ہے ڈس جائے گا　　رہ نہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے　　کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

হুসনে জাহের পর আগার তু যায়েগা,
আলমে ফানি ছে ধোকা খায়েগা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

ইয়ে মুনাক্কাস সাপ হে, ডস যায়েগা,
রহ না গাফেল, ইয়াদ রাখ পস্তায়েগা।
একদিন মরনা হে আখের মওত হে,
করলে যু করনা হে, আখের মওত হে।

(৪) পুলসিরাতের ভয়াবহতা

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এক দাসী তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং তার ওপর পুলসিরাতকে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তার নিকট উমাইয়া খলিফাদেরকে আনা হয়। সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বিন্ মরওয়ানকে পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি পুলসিরাতে উঠলেন, কিন্তু দেখতে দেখতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। অতঃপর তার ছেলে ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তিনিও পুলসিরাতে উঠতে না উঠতে জাহান্নামে পড়ে গেলেন। এরপর সুলাইমান বিন আবদুল মালিককে আনা হয়। তাঁরও একই অবস্থা। তিনিও জাহান্নামে পড়ে গেলেন। সর্বশেষে হে আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে আনা হয়। এতটুকু শুনামাত্র হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ভয়ে এমন এক চিৎকার দিলেন, চিৎকারে তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দাসী চিৎকার করে বলল,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

হে আমিরুল মুমিনীন! শুনুন! শুনুন! আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি, আপনি নিরাপদে পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পুলসিরাতের ভয়াবহতায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন যে, তিনি বেহুশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছিলেন। (ইয়াহিয়াউল উলূম, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৩১, দারে সাদির, বৈরুত)

পুলসিরাত তরবারি চেয়েও অত্যধিক ধারালো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী ছাড়া কোন ব্যক্তির স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারপরও আপনারা শুনলেন তো, হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আজিজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পুলসিরাত অতিক্রম করার বিষয়ে কতই ভীত ও চিন্তিত ছিলেন। সত্যিই পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত ভয়াবহ। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারি চেয়েও অধিক ধারাল। পুলসিরাত জাহান্নামের উপর স্থাপিত করা হবে। আল্লাহর কসম! পুলসিরাতের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতেই হবে।

সাহাবীর কান্নাকাটি

পুলসিরাত পার হওয়া সহজ নয়। আমাদের পূর্ববর্তীরা এ বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে একবার কান্না করতে দেখে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন,১৬ পারার সূরা মরিয়মের আল্লাহ তায়ালার এ বাণীটি আমার মনে পড়েছে;

وَاِنۡ مِّنۡكُمۡ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ, অতিক্রম করবে না।

কেননা আমি জানি, আমাকে একদিন অবশ্যই তাতে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু আমি জানিনা, আমি তা থেকে মুক্তি পাব কিনা? (আল মুস্তাদারিক, লিল হাকিম, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৬৩১, হাদীস নং-৮৭৪৮, আত্ তাহবিফ মিনান নার, পৃ-২৪৯)

وَارِدُهَا এর অর্থ

সাহাবা কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان দের খোদাভীতির প্রতি অসংখ্য মোবারকবাদ। সূরা মরিয়মের ৭১ নং আয়াতটিতে যে وَارِدُهَا শব্দ এসেছে তথা দোযখ অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে, হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهَا ও হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ প্রমূখদের মতে তা দ্বারা দোযখে প্রবেশ করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের মতে وَارِدُهَا শব্দটি دَاخِلُهَا অর্থে প্রয়োগ হবে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, খন্ড-১০ম, পৃ-৫৯৯, হাদীস নং-৬২২৭ এর ব্যাখ্যায়, আত্ তাহরিফ মিননা নার, পৃ-২৪৯, আল বদুরুস সাফেরা, পৃ-৩৩৮)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

পুলসিরাত পনের হাজার বছরের রাস্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় হোন। পুলসিরাত দীর্ঘযাত্রার পথ। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পুলসিরাত পনের হাজার বছরের পথ। তা উঠতে লাগবে পাঁচ হাজার বছর, নামতে লাগবে পাঁচ হাজার বছর বরাবর, পার হতে লাগবে পাঁচ হাজার বছর। পুলসিরাত চুলের চেয়েও অধিক চিকন এবং তরবারির চেয়েও অধিক ধারালো। যা জাহান্নামের পৃষ্ঠ দেশে/উপরে স্থাপিত থাকবে। তা দিয়ে তিনিই সহজে পার হতে পারবেন, যিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকেন। (আল বুদুরুস সাফিরা, পৃ-৩৩৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

পুলসিরাত পার হওয়ার দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন, তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে! হাশর ময়দানে যখন সূর্য সোয়া মাইল উপরে থেকে আগুনের বৃষ্টি বর্ষন করতে থাকবে, মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। এমনি এক কঠিন মুহুর্তে আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে পুলসিরাত নামক এক বিভীষিকাময় পথ। তা পার হওয়ার জন্য দুনিয়াবী শক্তিতে শক্তিমান কোন নরসিংহ কিংবা শৌর্য বীর্যে বিক্রমশালী তেজস্বী কোন পালোয়ান বা শারীরিক অবকাঠামোতে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ট কোন নও জোয়ানেরও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

প্রয়োজন হবে না। বরং হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা মতে শারীরিক দিক দিয়ে রোগা-দুবল অথচ ঈমানী শক্তিতে শক্তিমান, খোদাভীতিতে বলীয়ান ব্যক্তিরাই তা সহজে এবং নিমিষের মধ্যে পার হতে সক্ষম হবেন।

প্রত্যেককে পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে

উম্মূল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আমি আশা রাখি, যারা বদর যুদ্ধ ও হুদাইবিয়াতে উপস্থিত ছিল, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ তায়ালা কী এরূপ বলেন নি?

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ ﴿۷۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না। আপনার রবের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয়। (পারা-১৬শ, সূরা-মরিয়ম, আয়াত নং-৭১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, তুমি কি শুননি?

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿۷۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়। (পারা-১৬, সূরা-মরিয়ম, আয়াত নং-৭২)

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-৪, পৃ-৫০৮, হাদীস-৪২৮১, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

পাপীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়ত থেকে জানা গেল, প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহর ভয় পোষণকারী মুমিনগণকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। আর পাপাচারী অত্যাচারীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। আহা! খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার! হায়! হায়! তারপরও আমাদের অলসতার নিদ্রা ভাঙ্গছে না।

دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا　　مغلوب شہا نفسِ بدکار نہیں ہوتا
یہ سانس کی مالا اب ٹوٹنے والی ہے　　غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا
گو لاکھ کروں کوشش اِصلاح نہیں ہوتی　　پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا
اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ　　اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

দিল হায়ে গুনাহো ছে বেজার নেহি হোতা,
মাগলুব শাহা নফসে বদকার নেহি হোতা।
ইয়ে শ্বাস কি মালা, আব বছ্ টুটনে ওয়ালি হে,
গাফলত ছে মগর দিল কিউ বেদার নেহী হোতা।
গো লাখ করো কৌশিশ, ইসলাহ নেহী হোতি,
পাকিজা গুনাহো ছে কিরদার নেহী হোতা।
আয় রবকে হাবিব আঁও, আয় মেরে তবিব আঁও
আচ্ছা ইয়ে গুনাহো কা বিমার নেহী হোতা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করছি। তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

سنّتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے

সুন্নাতে আম করে, দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

জুতা পড়ার ৭টি মাদানী ফুল

তাজেদারে মাদিনা, উভয় জগতের সরদার, প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

(১) তোমরা বেশী বেশী জুতা পরিধান করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আরোহী অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১১৬১, হাদীস নং-২০৯৬)

(২) জুতা পরিধান করার আগে তা ভালভাবে ঝেড়ে নেবেন। যাতে জুতাতে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ বা কঙ্কর ইত্যাদি থাকলে তা পড়ে যায়।

(৩) জুতা পরার সময় প্রথমে ডান পায়ের তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করবেন। আর খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের তারপর ডান পায়ের জুতা খুলবেন।

তাজেদারে মাদিনা, উভয় জগতের সরদার, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করে, সে যেন প্রথমে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে, আর যখন জুতা খুলে, তখন যেন বাম পায়ের জুতাই আগে খুলে। যাতে ডান পা পরার সময় আগে এবং খোলার সময় শেষে থাকে। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৬৫, হাদীস নং-৫৮৫৫)

'নুযহাতুল কারী' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, মসজিদে প্রবেশের সময় যেহেতু ডান পা মসজিদে আগে রাখতে হয়, আর বের হওয়ার সময়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

বাম পা আগে বের করতে হয়। তাই মসজিদে প্রবেশের সময় বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত মাসআলাটির সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় আগে বাম পায়ের জুতা খুলে তার উপর বাম পা রেখে তারপর ডান পায়ের জুতা খুলে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। আর বের হওয়ার সময় আগে বাম পা বের করে জুতার উপর রেখে তারপর ডান পা বের করে ডান পায়ের জুতা পরিধান করে তারপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করতে হবে। (নুযহাতুল কারী, খন্ড-৫ম, পৃ-৫৩০, ফরিদ বুক স্টল)

(৪) পুরুষেরা পুরুষ সুলভ আর নারীরা নারী সুলভ জুতাই পরিধান করবেন।

(৫) কেউ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল, জনৈক মহিলা পুরুষ সুলভ জুতাই পরিধান করে থাকে। তিনি বললেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালি নারীদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, হাদীস নং-৪০৯৯)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয়, বরং যে সমস্ত বিষয়ে নারী পুরুষদের নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য, তাতেও একে অপরের চালচলন অনুকরণ করা শরীয়ত কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সুতরাং পুরুষেরা নারীদের চালচলন অবলম্বন করতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

পারবে না। আর নারীরাও পুরুষদের চালচলন অবলম্বন করতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬শ, পৃ-৬৫, মাকতাবাতুল মদীনা)

(৬) বসার সময় জুতা খুলে রাখবেন। কেননা এতে পা আরাম পায়।

(৭) জুতাকে অধোমুখী দেখা এবং তা ঠিক করে না রাখাও দরিদ্রতার একটি কারণ। তাই জুতা সর্বদা ঠিক করে রাখার প্রতি সচেষ্ট থাকবেন। 'দৌলতে বেযাওয়াল, নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, তাহলে শয়তান তাতে আসন পেতে বসে এবং তাকে তার সিংহাসনে মনে করে। (সুন্নী বেহেস্তি যেওর, খন্ড-৫ম, পৃ-৫৯৬)

বিভিন্ন রকমের হাজার হাজার সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বাহারে শরীয়াত' ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট 'সুন্নাত ও আদব' নামক বই দুটি সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যতের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

سیکھنے سنّتیں قافلے میں چلو
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو
ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو
پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো,
লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
পাওগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

দ্বিতল থেকে শিশু নিচে পড়ে গেল

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদানী কাফিলার একটি চমৎকার মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বাবুল মদীনা করাচীর জনৈক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা। তিনি বলেন, ১৪২৫ হিজরির মহরম মাসে আমার ভগ্নিপতি আশেকানে রাসূলদের সাথে ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফররত ছিলেন। তার সফরকালীন সময়ে তার দু'বছরের এক ছোট্ট মাদানী শিশু দালানের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল। পাড়া পড়শীরা তা দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং তার জীবন বাঁচানোর জন্য তারা তার দিকে দৌড়ে এল। তারা মনে করল, এত উচুঁ থেকে নিচে পড়লে সে শিশু তো বাঁচার কথা নয়। কিন্তু উপস্থিত সকলকে তাক লাগিয়ে দিল সে ছোট্ট মাদানী শিশুটি যখন কাঁদতে কাঁদতে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সকলের সামনে সে উঠে দাঁড়াল। এদিকে পিতা যখন মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে এসে তার মাদানী শিশুটিকে জীবন্ত ও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। তিনি মনে করলেন এ সবই মাদানী কাফিলার বরকত। মাদানী কাফিলার এ জীবন্ত কারিশমা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ নিয়্যত করে নিলেন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রতি বছর ১২ দিনের মাদানী কাফিলাতে সফর করব।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল। (তাবারানী)

رب حفاظت کرے اور کفایت کرے گا تَوَکُّل کریں قافلے میں چلو
حادِثہ ہو کوئی عارضہ ہو کوئی سب سلامت رہیں قافلے میں چلو

রব হিফাযত করে, আওর কিফায়াত করে,
গা তাওয়াক্কুল করে কাফিলে মে চলো।
হাদেছা হো কুয়ি, আরেজা হো কুয়ি,
সব ছালামত রহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের ওপর আল্লাহর কী অপূর্ব রহমত। আসলে আল্লাহর রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তাঁর কুদরত অসীম অশেষ। দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে যাওয়া শিশুর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার অপার মহিমারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আসুন, এর চেয়েও আরো চমকপ্রদ একটি ঘটনা শুনায়।

কবর থেকে জীবন্ত শিশু বেরিয়ে এল

একদা এক ব্যক্তি তার এক ছেলে সহ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে আসল। ছেলের আকৃতি হুবহু তার পিতার আকৃতির সাথে মিল ছিল। পিতা পুত্রের এক রকম আকৃতি দেখে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অবাক হয়ে বললেন, তারা পিতাপুত্রের মধ্যে আমি যে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

সাদৃশ্যতা দেখলাম, ইতিপূর্বে আমি আর কারো মধ্যে সেরূপ সাদৃশ্যতা দেখিনি। এতে ছেলের পিতা বলল, জাহাপনা! আমার এ ছেলেটির এক অদ্ভূত কাহিনী আছে। একদা আমি সফরে যাওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। তখন এ ছেলেটি তার মায়ের গর্ভে ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বললো, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, কিন্তু গর্ভজাত সন্তানকে কার নিকট সোপর্দ করে যাচ্ছেন? আমি স্ত্রীকে বললাম, আমি তাকে আল্লাহর সোপর্দ করে যাচ্ছি, এ বলে আমি সফরে রওনা দিলাম। সফর থেকে ফিরে এসে দেখি আমার ঘর তালাবদ্ধ। খোঁজ খবর নেয়ার পর জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী পরলোক গমন করেছে। আমি দোয়া দুরূদ, ফাতিহা ইত্যাদি পড়ার উদ্দেশ্যে তার কবরে গেলাম। কবরে গিয়ে দেখি তার কবরে ঝলঝলে অগ্নিবিম্ব। আমি ভাবলাম, আমার স্ত্রীতো পূণ্যবতী ছিল, তারপরও তার কবরে এ অগ্নিবিম্ব কেন? আমি অবশ্যই তার কবর খনন করে দেখব। যখন আমি কবর খনন করলাম তখন দেখলাম, তার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত ফুটফুটে এক মাদানী শিশু তার মৃত মায়ের চতুর্দিকে আনন্দে খেলা করছে। গায়েবী আওয়াজ এল, এটা সে বাচ্চা, যাকে তুমি সফরে যাওয়ার পূর্বে আমার সমর্পণ করে গিয়েছিলে। নাও, তোমার আমানত তুমি নিয়ে যাও, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকেও আমার সোপর্দ করে যেতে, তাহলে তাকেও তুমি ফেরত পেতে। (ফতুহাতুর রব্বানিয়া)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

রাসূল ﷺ এর শাফায়াত

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাতামুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে আমার সুন্নাত থেকে চল্লিশটি হাদীস আমার উম্মতদের শিক্ষা দেবে, কিয়ামতের দিন আমি তাকে আমার শাফায়াতের অন্তর্ভূক্ত করে নেব। (আল জামেউস সগির, লিস্ সুয়ুতি, পৃ-৫২৪, হাদীস নং-৮৬৩৭)

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের কূপমন্ডক বলা

প্রশ্ন ঃ- ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী বা আলিমে দ্বীনদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে কূপ মন্ডুক বলা কেমন?

উত্তর ঃ- সম্পূর্ণরূপে কুফরী।

মোল্লারা কি জানে বলা কেমন?

প্রশ্ন ঃ- জনৈক ব্যক্তি কোন এক প্রসঙ্গে ঘৃণাভরে বলল, মোল্লারা কি জানে! তার এরূপ বলাটা কেমন?

উত্তর ঃ- কুফরী। আমার আকা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেছেন, "মোল্লারা কি জানে? এরূপ বলাটা কুফরী। যদি তা দ্বারা আলিম ওলামাদের তুচ্ছ করা বা ছোট করা তার উদ্দেশ্য হয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খণ্ড-১৪শ, পৃ-২৪৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

দ্বীনের কাজকে মোল্লা-মৌলবিরা কঠিন করে দিয়েছেন এরূপ বলাটা কেমন?

প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ধর্মকে সহজ করে নাজিল করেছিলেন। কিন্তু মোল্লা-মৌলবীরা আমাদের জন্য তা কঠিন করে দিয়েছেন। এরূপ বলাটা কেমন?

উত্তর ঃ- এরূপ উক্তিতে আলিম ওলামাদের প্রতি অবজ্ঞা ও গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এরূপ উক্তি কুফরী কলেমাতে পরিগণিত হবে। ফোকাহায়ে কিরামগণ বলেছেন, اَلْاِسْتِخْفَافُ بِالْاَشْرَافِ وَالْعُلَمَاءِ كُفْرٌ অর্থাৎ সায়্যিদবংশের লোক এবং আলিম ওলামাদের অবমাননা করা, তাদের হেয় চোখে দেখা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে করা কুফরী।

(মাজমায়ুল আনহার, খণ্ড-২য়, পৃ-৫০৯)

সুন্নী আলিম ওলামাদের বয়ানের অবজ্ঞা করা

প্রশ্ন ঃ- বদ মজহাবিদের খন্ডনে কুরআন হাদীসের আলোকে কৃত সুন্নি আলিম সমাজের ওয়াজ নসীহত ও বয়ানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আজে বাজে ও গলাবাজি বলা কেমন?

উত্তর ঃ- সম্পূর্ণরূপে কুফরী। তবে ঐরূপ উক্তি দ্বারা বয়ানের রীতিনীতি ও ধারাবাহিকতা সমালোচনা করা উদ্দেশ্য হলে কুফরী হবে না।

মোল্লাপনা ওয়াজ

প্রশ্ন ঃ- কোন সুন্নি আলিমে দ্বীনের ধাঁচে কুরআন হাদীসের আলোকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কৃত কোন মুবাল্লিগের বয়ানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে 'মোল্লাপনা ওয়াজ' বলা কেমন?

উত্তর ঃ- সম্পূর্ণরূপে কুফরী। কেননা ওরূপ উক্তিতে হক্কানী আলিম ওলামাদের প্রতি অবজ্ঞার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

'আলিম নয় জালিম' বলার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন ঃ- 'আলিম নয় জালিম' বা 'সমস্ত আলিম সমাজই জালিম' এরূপ উক্তি করা কেমন?

উত্তর ঃ- গনহারে হক্কানী আলিম ওলামাদের ক্ষেত্রে ওরূপ উক্তি করা কুফরী।

অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আলিমে দ্বীনদের 'কাটমোল্লা' বলা

প্রশ্ন ঃ -কেউ হিকারতের দৃষ্টিতে আলিমে দ্বীনদের 'কাটমোল্লা' বা মোল্লাদের দল বললে তার উপর কি কুফুরের হুকুম বর্তাবে?

উত্তর ঃ- ইলমে দ্বীন শেখার কারণে আলিম সমাজের প্রতি অবজ্ঞার নিয়তে সে যদি ওরূপ উক্তি করে থাকে, তাহলে তা কুফরী কালেমা হিসেবে পরিগণিত হবে। মুল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, কেউ যদি অবজ্ঞার নিয়তে কোন আলিমকে 'উয়াইলম' এবং কোন আলবি তথা মাওলা আলীর বংশধরকে 'উলাইবি' বলে, তাহলে সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। (মিনহুর রওজ, পৃ-৪৭২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

উর্দূ ভাষীরা, উয়াইলম বা উলাইবি বলে না, তবে কিছু কিছু বেয়াদব গোস্তাখদের মুখে আলিমদেরকে মওলুয়া, মুল্লা, মুলা ইত্যাদি বলতে আমি লেখক শুনতে পেয়েছি বলে মনে হয়।

মোট কথা, ইলমে দ্বীন শেখার কারণে আলিমে দ্বীনদের অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করা এবং হসব-নসব ও বংশ মর্যাদার কারণে হযরত আলীর বংশধর বা সায়্যিদ বংশের লোকদের শানে বেয়াদবিমূলক কোন উক্তি বা আচরণ করা সম্পূর্ণরূপে কুফরী।

মৌলবি হলে ভাতে মরবে বলা কেমন?

প্রশ্ন ঃ- পার্থিব জ্ঞানার্জন করলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে পারবে, আরাম আয়েশে থাকবে। আর ইলমে দ্বীন শিখলে ভাতে মরবে, এরূপ উক্তি করা কেমন?

উত্তর ঃ এরূপ উক্তিতে ইলমে দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞার গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাই কুফরী কথার উপর তওবা করা এবং নতুনভাবে ঈমান আনা অপরিহার্য। যদি উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ইলম ও আলিম ওলামাদের অবজ্ঞা করাই কথকের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে অকাট্যভাবে কুফরি, ওরূপ উক্তি দ্বারা কথক কাফির ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তার বৈবাহিক সম্পর্কও ভেঙ্গে যাবে এবং তার পূর্ববর্তী সমস্ত নেক আমলও বরবাদ হয়ে যাবে।